# যুব বার্তা

ত্রৈমাসিক সংবাদ সাময়িকী

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

জুলাই- সেপ্টেম্বর ২০২৩

৫৩তম সংখ্যা


## জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৮তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৮ তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন অনুষ্ঠানের সভাপতি জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৮ তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে যুব ঋণের চেক প্রদান করছেন ড. মহিউদ্দীন আহমেদ, সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৮তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন উপলক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক দিনব্যাপী নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও অর্ধনমিতকরণ, যুব ভবনস্থ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, যুব ভবনে খতমে কোরআন ও দোয়া মাহফিল, স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি, বঙ্গবন্ধুর কর্মময় জীবনের উপর আলোচনা সভা, যুব ঋণের চেক, সনদপত্র বিতরণ এবং দুঃস্থ ও এতিমদের মাঝে খাদ্য বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে উপজেলা ও জেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে জাতীয় শোক দিবসের কর্মসূচি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়।

বঙ্গবন্ধুর কর্মময় জীবনের উপর আলোচনা সভা, যুব ঋণের চেক বিতরণ এবং স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচিতে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত ছিলেন। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব ড. মহিউদ্দিন আহমেদ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সুযোগ্য মহাপরিচালক (গ্রেড-১) জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ সহ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সূর্যোদয়ের সাথে সাথে যুব ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও অর্ধনমিতকরণের মাধ্যমে দিবসের কর্মসূচি শুরু করা হয়। সকাল ৭.০০ টায় ৩২ নং ধানমন্ডিস্থ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এরপর যুব ভবনে নামাজ কক্ষে খতমে কোরআন ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১০.৩০টায় যুব ভবনস্থ জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদনার্থে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও রক্তদান কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। আলোচনা অনুষ্ঠানের সূচনালগ্নে জাতীয় শোক দিবসের উপর ভিত্তি করে নির্মিত ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করা হয়। অতঃপর সকাল ১১.০০ টায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর কর্মময় জীবনের উপর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সকল সদস্যসহ ঘাতকদের নির্মম বুলেটের আঘাতে ১৫ আগস্টে সকল শহীদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়ে আলোচনা সভায় অতিথিবৃন্দ বক্তব্য প্রদান করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল. এমপি বলেন, বাঙালি জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এদেশের মানুষের জন্য তাঁর জীবনের অর্ধেক সময় কারাভোগ করেছেন। তিনি সব সময় সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করতেন। তিনি ছিলেন বাঙালি জাতি তথা বিশ্বের অবিসংবাদিত নেতা। মানুষের মৌলিক অধিকার খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে মানুষের অভাব-অনটন, দারিদ্র্য ও বেকারত্ব দূরীকরণ এবং উন্নত জীবনের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু ছিলেন বদ্ধপরিকর ও অগ্রগামী ব্যক্তিত্ব। তিনি একটি ধ্বংসস্তুপ থেকে প্রত্যেকটি সেক্টরের উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি ফুল বাগানে রূপান্তর করতে চেয়েছিলেন। জীবনের পুরোটা সময় এদেশের মানুষের মঙ্গলের জন্য ব্যয় করা বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন ' সোনার বাংলা ' গড়তে। প্রধান অতিথি বলেন, আজ বঙ্গবন্ধু নেই। কিন্তু তাঁর আদর্শ ও স্বপ্ন বেঁচে আছে। বাংলাদেশ থেমে নেই, বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে তাঁরই দেখানো পথে, উন্নয়নের পথে অদম্য গতিতে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বুকে ধারণ ও লালন করে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি তরুণ ও যুবসমাজের প্রতি আহবান জানান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব ড. মহিউদ্দীন আহমেদ আলোচনা সভায় বলেন বঙ্গবন্ধু একটি আদর্শ। এই স্বল্প পরিসরে তাঁর নেতৃত্ব, গুণাবলী, চিন্তা-চেতনার কথা আলোচনা করে শেষ করা যাবে না। এদেশ বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধুর জন্ম হয়েছিল বলেই আমরা বাংলাদেশ নামক স্বাধীন ভূখণ্ড পেয়েছি। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ধারণ করে তরুণ ও যুবসমাজকে উন্নয়নশীল কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে হবে। যুবদের কর্মের পথ সুগম করার জন্য যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। তিনি যুবদের কল্যাণে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত অন্যান্য পদক্ষেপের বিবরণ তুলে ধরে যুবদের বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' গড়ার আহবান জানান।

অনুষ্ঠানের সভাপতি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সকল সদস্যসহ ১৫ আগস্টে সকল শহিদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়ে আলোচনা সভায় বলেন, বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ঠ, দূরদর্শী ও আপোষহীন নেতৃত্বে আমরা পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পেরেছি।


প্রকাশনায়: যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, E-mail: publication@dyd.gov.bd, Website: www.dyd.gov.bd www.facebook.com/departmentofyouthdevelopmenthq

পেয়েছি একটি স্বাধীন ভূখণ্ড ও মানচিত্র। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ' সোনার বাংলা ' গড়তে তাঁর আদর্শকে ধারণ করে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৮তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন উপলক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচি তুলে ধরে সভাপতি বলেন, যুবদের আত্মকর্মী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আজ সারাদেশে প্রশিক্ষিত যুবদের মাঝে প্রশিক্ষণ সনদ ও ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে। দেশব্যাপী ৬০০৮ জন যুবক ও যুব নারীকে মোট ৩১ কোটি ৩৪ লক্ষ ৮ হাজার টাকা ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণের দক্ষতা ও ঋণ সহায়তাকে পুঁজি করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ' সোনার বাংলা ' গড়তে মহাপরিচালক যুবদের প্রতি আহবান জানান।

পরিশেষে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সদস্যসহ ঘাতকদের নির্মম বুলেটের আঘাতে ১৫ আগস্টে সকল শহিদদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দীর্ঘায়ু কামনা করে মহান

## শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রকল্পের গাজীপুরে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম উদ্বোধন

' শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় গাজীপুর জেলার প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

' শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় গাজীপুর জেলার প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আয়োজিত জবফেয়ার যুবসমাবেশ

গাজীপুর জেলায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত " শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি" শীর্ষক প্রকল্প এর উদ্বোধন করেছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি। তিনি ২৭ জুলাই সকালে টঙ্গীর সফিউদ্দিন সরকার একাডেমি এন্ড কলেজ মাঠে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে উক্ত প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কোর্সের শুভ উদ্বোধন, সনদপত্র বিতরণ ও জব ফেয়ার এর উদ্বোধন করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী বলেন, যুবসমাজ যে কোনো দেশের মুল্যবান সম্পদ। জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতি যুবসমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণের উপর অনেকাংশেই নির্ভরশীল। আমাদের যুবসমাজকে দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তরের লক্ষ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলেছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন " শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশি যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি " শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিকভাবে দেশের ৮টি বিভাগের ১৬টি জেলায় (ঢাকা, গোপালগঞ্জ, গাজীপুর, শরীয়তপুর, মাদারীপুর, রাজবাড়ী, কুমিল্লা, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর, রাজশাহী, নড়াইল, ঠাকুরগাঁও, ভোলা ও শেরপুর জেলা) তিন মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রশিক্ষণের মোট লক্ষ্যমাত্রা ৬৪০০ জন। পর্যায়ক্রমে দেশের প্রতিটি জেলায় এ প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন করা হবে।

প্রকল্পের প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশে পদার্পণ করেছে। দেশের জনসাধারণের মাথাপিছু আয় প্রায় ২৮২৪ ইউএস ডলার। কোভিড-১৯ এর কারণে দেশে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ছাড়া বিদেশ হতে কর্মচ্যুত হয়ে দেশে ফেরা প্রবাসীদের কারণে বেকারের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব শিক্ষিত যুবদের ফ্রিল্যান্সিং এর মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হলে দেশে বেকারের সংখ্যা ও দারিদ্র্যতা উভয়ই হ্রাস পাবে। তাই শিক্ষিত যুবদের ফ্রিল্যান্সিং এর মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহ হচ্ছে Microsoft Office, Basic Knowledge on using Computer, Hardware and Network Troubleshooting, Communicative English, Digital Marketing, Online Earning Program, Freelancing with using Smartphone, Professional Freelancing Training বিষয়ক এই প্রশিক্ষণে হাতে-কলমে কাজের পাশাপাশি প্রকল্পভিত্তিক কাজ করার সুযোগ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করতে সক্ষম হবে।

উল্লেখ্য, ই-লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং লিমিটেডের ব্যবস্থাপনায় প্রাথমিক অবস্থায় দেশের ১৬টি জেলায় ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এ জন্য প্রতিটি জেলায় প্রতি বছর ৪ ব্যাচে, প্রতি ব্যাচে ৪০ জন যুবক ও যুবনারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। প্রশিক্ষণের মেয়াদ ৩ মাস বা ৬০০ ঘন্টা। প্রশিক্ষণার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচএসসি পাশ এবং প্রশিক্ষণার্থীদের বয়স ১৮ থেকে ৩৫ বছর।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া সচিব ড. মহিউদ্দীন আহমেদ, প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুর রেজ্জাক, পরিচালক (অর্থ), গাজীপুর মেট্রোপলিটনের পুলিশ কমিশনার মোঃ মাহবুব আলম, বিপিএম.পিপিএম (বার), গাজীপুরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সার্বিক মোঃ ওয়াহিদ হোসেন ই-লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাসুদ আলম। সভাপতিত্ব করেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) মোঃ আজহারুল ইসলাম খান।

এছাড়া যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

## বঙ্গমাতা দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব এর ৯৩ তম জন্মবার্ষিকী ও বঙ্গমাতা দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব এর ৯৩ তম জন্মবার্ষিকী ও বঙ্গমাতা দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর দিনব্যাপী নানা কর্মসূচির মধ্যদিয়ে দিবসটি উদ্‌যাপন করে। দিনের শুরুতে যুব ভবনের নামাজঘরে খতমে কোরআন ও বঙ্গমাতার রুহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয়। এবার বঙ্গমাতা দিবসের প্রতিপাদ্য 'সংগ্রাম স্বাধীনতা, প্রেরণায় বঙ্গমাতা এর উপর এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান এর সভাপতিত্বে যুব ভবনের সম্মেলন কক্ষে সকাল ১১.০০ টায় আলোচনা সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালকবৃন্দ, প্রকল্প পরিচালকগণসহ সকল স্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। বক্তাগণ তাঁদের আলোচনায় বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিব এর জীবনীর উপর আলোকপাত করেন। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে বঙ্গমাতার প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের চিত্র ফুটে ওঠে বক্তাদের বক্তব্যে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিটি সংগ্রামের পিছনে বঙ্গমাতার প্রেরণা ও সাহস বঙ্গবন্ধুকে উদ্বুদ্ধ করেছে, উদ্দীপ্ত করেছে, লক্ষ্যে অবিচল রেখেছে। শত-সহস্র ত্যাগ তিতীক্ষা ও কষ্ট সহ্য করে তিনি জাতির পিতার প্রতিটি পদক্ষেপের সাথী ছিলেন। বক্তাদের কথায় বঙ্গমাতার দূরদর্শিতা, বিচক্ষণতা, সাহসিকতার চিত্র ফুটে ওঠে। তিনি ছিলেন জাতির পিতার মূল প্রেরণাদায়ী। তিনি শুধু বঙ্গবন্ধুর স্ত্রীই ছিলেন না, তিনি ছিলেন বঙ্গবন্ধুর সাহসী সহযোদ্ধা, পরামর্শদাতা, দুঃখের সাথী, একজন প্রেমময়ী বন্ধু। বঙ্গমাতার মতো ত্যাগী ও সহনশীল মহীয়সী নারীকে স্ত্রী হিসেবে পেয়েছিলেন বলে জাতির পিতা স্বাধীনতা অর্জনের বন্ধুর পথে চলাটা সহজ হয়েছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী থাকাকালে মূলত বেগম মুজিবই স্বাধীনতা সংগ্রামকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি পাকিস্তানী হানাদারদের দ্বারা অন্তরীণ থেকেও কৌশলে চিরকুটের মাধ্যমে সংগ্রামে লিপ্ত কর্মীদের নির্দেশনা প্রদান করতেন। নেতা কর্মীদের আর্থিক সংকট ও পারিবারিক সমস্যায় তিনি ছিলেন একমাত্র সহায়। এতদ্ব্যাতীত তিনি ছিলেন একজন আদর্শ মাতা। প্রত্যেক বক্তার বক্তব্যের শেষাংশে বঙ্গমাতার করুণ জীবনাবসানের চিত্র ফুটে উঠে। তিনি জাতির পিতার জীবনের সাথী যেমন ছিলেন মরণেও তিনি বঙ্গবন্ধুর সাথী হয়েছেন। আলোচনা সভার শেষে বঙ্গমাতার রুহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয়।

## কক্সবাজারে নারী ও যুবদের দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা সৃষ্টির প্রকল্প উদ্বোধন

কক্সবাজারে নারী ও যুবদের দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে ISEC প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন
জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এর সহায়তায় কক্সবাজারে নারী ও যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে Leaving no one Behind : Improving Skills and Economic Opportunities for the women and youth in Cox's Bazar, Bangladesh শীর্ষক একটি প্রকল্পের উদ্বোধন করেন মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহিদ আহসান রাসেল এমপি, যা কক্সবাজারের স্থানীয় নারী ও যুবদের যথেষ্ট দক্ষ করবে যাতে তারা সম্মানজনক ও শোভন কাজে যুক্ত হতে পারে এবং নিজেরা ব্যবসা শুরু করার মধ্যে দিয়ে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। কানাডা এবং নেদারল্যান্ডের সরকার দ্বারা অর্থায়িত এই প্রকল্পটি ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ আইএলও, ব্র্যাক, ইউএনডিপি এবং এফএও এর সঙ্গে পার্টনারশিপের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হবে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী বলেন, কক্সবাজার জেলার নারী ও যুবগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ILO এর সার্বিক সহায়তায় কানাডা এবং নেদারল্যান্ড সরকারের অর্থায়নে প্রকল্পটি ২০২৫ সালের ৩০ নভেম্বর সময় পর্যন্ত বাস্তবায়নাধীন থাকবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে কক্সবাজার জেলার ১৮-৩৫ বছর বয়সী ২৪ হাজার কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে যা কক্সবাজারের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বলেন, দেশের অন্যতম পর্যটন নগরী কক্সবাজার। এখানে রয়েছে বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত, যা বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গৌরবের। তাই কক্সবাজার জেলার সার্বিক উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার সবসময়ই আন্তরিক। এরই ধারাবাহিকতায় আমরা আজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে কক্সবাজারবাসীর জন্য একটি বিশেষ উপহার নিয়ে এসেছি। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ILO এর সার্বিক সহায়তায় `Leaving No One Behind: Improving Skills and Economic Opportunities for the Women and Youth in Cox's Bazar , Bangladesh' শীর্ষক প্রকল্পটি গত ২৯ আগস্ট ২০২৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১৭৬.৮৮ কোটি টাকা। আমাদের দুই বন্ধু প্রতীম রাষ্ট্র কানাডা (৯১.০৫%) এবং নেদারল্যান্ড (৮.৯৫%) সরকারের অর্থায়নে কক্সবাজার জেলার নারী ও যুবগোষ্ঠীর উন্নয়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে।

তিনি আরও বলেন, একটি জেলায় একক প্রকল্প হিসেবে এ প্রকল্পটি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের একটি বৃহৎ প্রকল্প এবং কক্সবাজারবাসীর জন্য এটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার একটি বিশেষ উপহার। বিশেষ উপহার কারণ, প্রকল্পটি শুধুমাত্র কক্সবাজার জেলার জন্য নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও কক্সবাজারে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নিয়মিত কার্যক্রমের পাশাপাশি যুবদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে টেকাব ও ইমপ্যাক্ট প্রকল্প চলমান। পাশাপাশি এখানে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে EARN প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে।

এইচ.ই. লিলি নিকোলস, হাইকমিশনার অফ কানাডা ইন বাংলাদেশ এক বার্তায় জানান, 'কানাডা কক্সবাজারের স্থানীয় সম্প্রদায়ের স্থিতিস্থাপকতা তৈরির প্রচেষ্টাকে সমর্থন করতে পেরে আনন্দিত, যারা দীর্ঘস্থায়ী আঞ্চলিক সংকটের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চাবিকাঠি, বাংলাদেশের নিজস্ব জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতির সাথে সঙ্গতি রেখে নারী ও যুবকদের দক্ষতা তৈরিতে আমাদের অংশীদারদের সাথে কাজ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। আমরা এই প্রচেষ্টায় আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য অন্যান্য দেশকে আমন্ত্রণ জানাই'।

'নেদারল্যান্ডস বাংলাদেশে কক্সবাজারের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর শোভন কাজ করার জন্য তার সমর্থন প্রসারিত করতে পেরে আনন্দিত কারণ আমরা বিশ্বাস করি যে, কাউকে পিছিয়ে রাখা উচিত নয়, নারী নয়, যুবক নয়, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি নয়, কেউ নয়' বলেছেন থিজ ওয়াউডস্ট্রা চার্জ ডি অ্যাফেয়ার্স অফ দ্যা কিংডম অফ দ্যা নেদারল্যান্ডস টু বাংলাদেশ।

কর্মজগত দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে এবং বাংলাদেশের সকল মানুষকে, বিশেষ করে নারী ও যুবকদের অবশ্যই এমন দক্ষতায় সজ্জিত করতে হবে যা তাদেরকে সফল ব্যবসা শুরু করার পাশাপাশি বর্ধিত স্বয়ংক্রিয়তা, ডিজিটালাইজেশন এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ফলে সৃষ্টি কাজের সুযোগের সুবিধা নিতে সক্ষম করবে, বললেন তুওমো পাউটিয়ানেন, আইএলও কান্ট্রি ডিরেক্টর ফর বাংলাদেশ।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মহিউদ্দীন আহমেদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) মোঃ আজহারুল ইসলাম খান। আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার, মুহাম্মদ শাহীন ইমরান, কক্সবাজার চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি জনাব আবু মোরশেদ চৌধুরী, এনসিসিওই প্রতিনিধি জনাব নাইমুল আহসান জুয়েল এবং ব্র্যাক, অংশীদার জাতিসংঘ সংস্থা-এফএও এবং ইউএনডিপির প্রতিনিধিরা।

## ইমপ্যাক্ট প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায়ে ৩২ হাজার বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করা হবে : কক্সবাজারে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তাবায়নাধীন ইমপ্যাক্ট (৩য় পর্যায়) প্রকল্পের কক্সবাজার জেলার উপকার প্রত্যাশী যুবদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়। সভাপতির বক্তব্য রাখছেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১), জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান

যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি বলেছেন, টেকসই উন্নয়নে যুবসমাজকে সম্পৃক্ত করে স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক IMPACT প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের পূর্ববর্তী ২টি পর্বের মাধ্যমে সমগ্রদেশে ৩১ হাজার পরিবেশ বান্ধব বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে। নতুন মেয়াদে (৩য় পর্ব) এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতি জেলায় ৫০০টি করে দেশে ৩২ হাজার বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করা হবে। বৈশ্বিক নানা সংকট বিবেচনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অগ্রাধিকারভিত্তিতে প্রকল্পটি অনুমোদন করেন। গুরুত্বপূর্ণ এ প্রকল্পটি কক্সবাজার জেলাতেও বাস্তবায়িত হচ্ছে। তিনি ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ বিকেলে কক্সবাজারে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তিনির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা (ইমপ্যাক্ট-৩য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের উপকার প্রত্যাশী যুবদের ৫ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন।

উল্লেখ্য যে, সারা বিশ্বে জলবায়ুর বিরূপ পরিস্থিতি থেকে দেশকে মুক্ত রাখতে এ ধরনের প্ল্যান্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা প্রদান করবে। খামার স্থাপনে আগ্রহী যুবদের গবাদিপশু ক্রয়ের জন্য সর্বোর্চ্চ ২ (দুই) লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ সহায়তা প্রদান করা হবে। বায়োগ্যাসের মাধ্যমে জ্বালানী খরচ কমিয়ে আনা সম্ভব। এর মাধ্যমে উন্নতমানের সার বাইপ্রোডাক্ট হিসেবে পাওয়া যাবে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) মোঃ আজহারুল ইসলাম খান এর সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

## বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল এর ৭৪ তম জন্মবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জেষ্ঠ্যপুত্র বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল এর জন্মদিন উদযাপন উপলক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মাগুরা কর্তৃক গাছের চারা বিতরণ কর্মসূচি

০৫ আগস্ট বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ কামালের জন্মদিন। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ কামালের ৭৪ তম জন্মবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এ উপলক্ষ্যে মাসব্যপী মহাপরিচালকের কার্যালয়ে ও মাঠ পর্যায়ের জেলা ও উপজেলাসমূহের দৃশ্যমান স্থানে দৃষ্টিনন্দন ব্যানার স্থাপন করা হয়।

দিনের সূচনালগ্নে ধানমন্ডিস্থ আবাহনী মাঠে বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন শেখ কামাল এর প্রতিকৃতিতে এবং বনানীস্থ শেখ কামাল সহ তাঁর পরিবারের সকল শহীদের কবরে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। ইতোমধ্যে যুব ভবনস্থ মসজিদে পবিত্র কোরআন খতম/বিশেষ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর দেশব্যাপী গাছের চারা রোপণ/ বিতরণের কর্মসূচি গ্রহণ করে। জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী, আত্মকর্মী ও যুবসংগঠনের সদস্যদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ করা হয়। যুব সংগঠনের মাধ্যমে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়। এছাড়া প্রশিক্ষিত যুবদের আত্মকর্মসংস্থানে সহায়তা প্রদানের জন্য যুবঋণের চেক বিতরণ করা হয়।

## গাজীপুরস্থ শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে চাইল্ড কেয়ার সেন্টার উদ্বোধন

গাজীপুরস্থ শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে চাইল্ড কেয়ার সেন্টারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি। বিশেষ অতিথি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মহিউদ্দীন আহমেদ এবং অনুষ্ঠানের সভাপতি জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান, মহাপরিচালক (গ্রেড-১) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, গাজীপুর, সেভ দ্যা চিলড্রেন ও দ্য আর্থ এবং স্পেলবাউন্ড কমিউনিকেশন লিঃ এর যৌথ উদ্যোগে ৯ জুলাই ২০২৩ খ্রি. তারিখে গাজীপুরস্থ শহীদ আহসান উল্লা মাস্টার যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে চাইল্ড কেয়ার সেন্টার উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান এর সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মহিউদ্দিন আহমেদ, সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়। আরো উপস্থিত ছিলেন জনাব আনিসুর রহমান জেলা প্রশাসক, গাজীপুর, সেভ দ্য চিলড্রেন এর বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টর মাহিন নেওয়াজ চৌধুরী এবং আর্থ এর চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল এ কে এম মুজাহিদ উদ্দিন (অবঃ)। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন জনাব মোঃ হারুন অর রশীদ খান, উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, গাজীপুর।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী বলেন, অনেক যুবনারী ছোট ছোট সন্তানের কারণে প্রশিক্ষণ নিতে অনীহা প্রদর্শন করেন। আবার শিশু সন্তানসহ প্রশিক্ষণ গ্রহণও সম্ভব নয়। যদি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে চাইল্ড কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা যায়, তবে এ সমস্যা মোকাবিলা করে আরো অধিক সংখ্যক যুবনারী প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতে পারবে। তিনি বলেন, পর্যায়ক্রমে দেশের প্রতিটি জেলা কার্যালয়ে চাইল্ড কেয়ার সেন্টার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। বর্তমান যুববান্ধব সরকারের যুব কল্যাণে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের কথা তুলে ধরেন। তিনি চাইল্ড কেয়ার সেন্টার প্রতিষ্ঠায় সংশ্লিষ্টদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

# আন্তর্জাতিক যুবদিবস ২০২৩ উদ্‌যাপিত

আন্তর্জাতিক যুবদিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভার প্রধান অতিথি জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, অনুষ্ঠানের সভাপতি জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

১২ আগস্ট আন্তর্জাতিক যুব দিবস। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য হলো 'Green Skills for Youth : Towards a Sustainable World আন্তর্জাতিক যুব দিবসের মূল উদ্দেশ্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ঘটনা থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিষয়ে যুবদের অংশগ্রহণ এবং মতামত আলোচনা করা। বিশ্ব ব্যাপী যুবসমাজের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের অধিকার নিয়ে সোচ্চার হওয়ার দিন হিসেবে দিবসটি পালন করা হয়ে থাকে। যুবসমাজ নিজেদের অধিকার বুঝে নেয়ার প্রতি সচেতনতা বাড়ানোর এক প্রয়াস।

প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশেও দিবসটি পালিত হচ্ছে। দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে বিকাল ৩.০০ ঘটিকায় এ আলোচনা সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান এর সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউএনএফপিএ বাংলাদেশের রিপ্রেজেনটেটিভ Ms. Kristine Blokhus. আরো উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও যুব সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ।

জনাব মোঃ মানিকহার রহমান, পরিচালক (বাস্তবায়ন), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এর স্বাগত বক্তব্য প্রদানের মাধ্যমে আলোচনা অনুষ্ঠান শুরু হয়। যুব সংগঠক, প্রশিক্ষণার্থী এবং অতিথিবৃন্দের বক্তব্যের পর প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন আগস্ট মাস শোকের মাস। তিনি এ শোকের মাসে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, বাঙালি জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা, ইতিহাসের মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পরিবারের শহীদ অন্যান্য সদস্যদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। শ্রদ্ধা জানান শহীদ জাতীয় চার নেতার প্রতি। তিনি কৃতজ্ঞতা জানান বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রতি যাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ উন্নত সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

প্রধান অতিথি দিবসটি তাৎপর্য তুলে ধরে বলেন যুবরাই সকল পরিবর্তনের ধারক-বাহক। বৈশ্বিক জলবায়ুগত সংকট মোকাবেলায় ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অর্জনে বর্তমান বিশ্ব একটি সবুজ রূপান্তরে যাত্রা শুরু করেছে। এ প্রক্রিয়ায় যুবদের অংশগ্রহণ জরুরী। SDG অর্জন ও টেকসই বিশ্ব বিনির্মাণে যুবদের জন্য সবুজ দক্ষতা (Green Skills) অত্যন্ত সময়োপযোগী, যদিও সুস্থ ও টেকসই সমাজ গঠনে সবুজ দক্ষতা (Green Skills) সকলেরই প্রয়োজন। তাই জাতিসংঘ কর্তৃক যথার্থই নির্ধারণ করা হয়েছে এবারের আন্তর্জাতিক যুব দিবসের প্রতিপাদ্য- " Green Skills for Youth : Towards a Sustainable World "।

অসীম সাহসী, সৃজনশীল ও সম্ভাবনাময় যুবসমাজ যুগ যুগ ধরে উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে ভূমিকা পালন করছে। তাই SDG বা টেকসই অভীষ্ট উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সকল বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তারাই গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। তিনি তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশে যুবদের কল্যাণে বর্তমান সরকারের গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি ও অগ্রগতি তুলে ধরেন।

আন্তর্জাতিক যুব দিবসের প্রাক্কালে তিনি যুবদের প্রতি উদাত্ত আহবান জানিয়ে বলেন বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে বুকে ধারণ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে উন্নয়নমূখী কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে যুবদের আগামী বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে উন্নত সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে হবে। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ইউএনএফপি এ বাংলাদেশের রিপ্রেজেনটেটিভ Ms. Kristine Blokhus. আন্তর্জাতিক যুব দিবসের সাফল্য কামনা করে বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি দিবসটি উদ্‌যাপন ও তাঁকে উক্ত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোয় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরকে ধন্যবাদ জানান।

অতঃপর সভাপতি জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর তাঁর সমাপনী বক্তব্যে যুবদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক যুবদেরকে আগামীর বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উপযোগী করে গড়ে তুলতে নানামুখী পদক্ষেপের পাশাপাশি বেশ কিছু সংখ্যক প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। যুবরা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হতে যোগ্যতানুযায়ী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে আত্মকর্মী ও উদ্যোক্তায় পরিণত হয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ২০৪১ এর উন্নত সমৃদ্ধ তথা স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার বড় ভাগীদার হবে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সর্বদা তাদের সাথে আছে।

# জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ অনুযায়ী সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনদের (Stake holders) অংশগ্রহণে সভা অনুষ্ঠিত

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ অনুযায়ী সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনদের (Stake holders) অংশগ্রহণে ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে অর্থবছরের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান এর সভাপতিত্বে অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০১২ সালে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করেছে। এ কৌশলের মূল লক্ষ্য হলো শুদ্ধাচার চর্চা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর থেকে মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থার পাশাপাশি আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থা এবং মাঠ পর্যায়ের বিভাগীয়/ আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন করে আসছে।

সভার শুরুতে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল পরিকল্পনার প্রধান ফোকাল পয়েন্ট পরিচালক (প্রশাসন) জনাব মোঃ আঃ হামিদ খান আলোচ্য বিষয়ে সভার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। অতঃপর সংশ্লিষ্ট পরিচালক ও প্রকল্প পরিচালকগণ সিটিজেনস চার্টার অনুযায়ী শাখা ও প্রকল্পভিত্তিক সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। জনাব মোঃ আবুল বাসার, সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন। শাখাভিত্তিক কার্যক্রম/ সেবার আলোচনায় পরিচালক (পরিকল্পনা) জনাব এম, এ, আখের তাঁর শাখার কার্যক্রমের বিস্তারিত বর্ণনা দেন। তাঁর বক্তব্যের উপর মন্তব্য করার জন্য মহাপরিচালক (গ্রেড-১) এর আহ্বানের প্রেক্ষিতে দু'জন সংগঠক তাদের স্থানীয় চাহিদা ও উপযোগিতার ভিত্তিতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কেনো কার্যক্রম গ্রহণের উদ্যোগ নিয়েছে কিনা জানতে চান। পরিচালক (পরিকল্পনা) এ প্রেক্ষিতে EARN, ISEC, ফ্রিল্যান্সিং প্রকল্পসমূহের লক্ষ্য ও উপযোগিতা তুলে ধরে বক্তব্য প্রদান করেন। জনাব এ, কে, এম মফিজুল ইসলাম, পরিচালক (দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ) তাঁর শাখার কার্যক্রম/ সেবার বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করেন। জনাব মোঃ আব্দুর রেজ্জাক, পরিচালক (অর্থ) অর্থ শাখার কার্যক্রম ও যাবতীয় নির্দেশনা নিয়ে কথা বলেন। বাস্তবায়ন শাখার কার্যক্রম/ সেবার বিস্তারিত তথ্য/ উপাত্ত নিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন জনাব মোঃ মানিকহার রহমান, পরিচালক (বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও যুবসংগঠন)। ড. এস, এম আলমগীর কবীর প্রকল্প পরিচালক (ইমপ্যাক্ট) তাঁর প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্টেকহোল্ডারদের অবহিত করেন। মাঠ পর্যায়ের মনোনীত উপপরিচালক, কো-অর্ডিনেটর, ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর, যুব সংগঠক, প্রশিক্ষণার্থী, জাতীয় যুব পুরস্কারপ্রাপ্ত যুব/ আত্মকর্মীসহ মহাপরিচালকের কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ সভায় অংশগ্রহণ করেন। মুক্ত আলোচনায় অংশীজন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত সেবা, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা এবং তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে আলোচনায় তাদের মতামত ও পরামর্শ তুলে ধরেন।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল পরিকল্পনা ২০২৩ -২০২৪ অর্থবছরের স্টেকহোল্ডাদের প্রথম সভার সভাপতি জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান মহাপরিচালক (গ্রেড-১),যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ

# দেশব্যাপী জাতীয় শোক দিবস ২০২৩ পালন ও যুব কার্যক্রমের খন্ডচিত্র

ঢাকা জেলার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শনে ড. মহিউদ্দীন আহমেদ, সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান, মহাপরিচালক (গ্রেড-১) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

কক্সবাজারে নারী ও যুবদের দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে ISEC প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ড. মহিউদ্দীন আহমেদ, সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মহিউদ্দীন আহমেদ এর সাথে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করছেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এর মহাপরিচালক (গ্রেড -১) জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৮ তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মুন্সিগঞ্জ কর্তৃক শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৮ তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, নরসিংদী কর্তৃক যুব ঋণের চেক বিতরণ